'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।		সূরা আল-মু'মিন, আয়াত ৬০
'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে কিছু চায় না বা প্রার্থনা করে না; আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি রাগান্বিত হন।'		তিরমিজী
'যার জন্য দোয়ার দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ যাকে দোয়া করার তাওফিক দান করা হয়েছে) তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে।		তিরমিজী, হাদিস নং : ৩৫৪৮
'দোয়াই ইবাদতের মগজ।		তিরমিজী, হাদিস নং: ৩২৯৩
'আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে বেশি মর্যাদাময় আর কোনো আমল নেই।		তিরমিজী, হাদিস নম্বর ৩৩৭০
উদাসীন ও অমনোযোগী ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না।		তিরমিজী, হাদিস নং : ৩৪৭৯
'সবচেয়ে হতভাগ্য মানুষ হল সে- যে দোয়া করতে অলসতা করে।		তাবারানি, হাদিস নম্বর ৬০
'হে রাসূল! যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বলে দিন- আমি বান্দার খুব কাছেই আছি। সে যখনই আমার কাছে দোয়া করে, আমি তার দোয়া কবুল করি'		সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৬।)
'তোমাদের প্রভু খুবই লজ্জাশীল। বান্দা যখন দোয়ার জন্য হাত উঠায়, সে হাত খালি ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জা পান।		আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ৩৩৭০।
'যদি কেউ চায় যে বিপদের সময় তার দোয়া কবুল হোক, তাহলে সে যেন সুখের দিনগুলোতে বেশি বেশি দোয়া করে		তিরমিজী, হাদিস নম্বর ৩৩৮২
'দোয়া ছাড়া আর কিছুই আল্লাহর সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে না।'		তিরমিজী, হাদিস নম্বর ২১৩৯
কোন কিছুই তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারে না, দোয়া ব্যতীত। নিশ্চয় যে বিপদ নাযিল হওয়ার কথা ছিল, দোয়ার কারণে তা উঠিয়ে নেয় হয়, যে নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল না, তা অবতীর্ণ করা হয়। হে আল্লাহর বান্দাগণ বেশি বশি দো'য়া কর।		তিরমিজী
তোমরা অনুনয় বিনয় করে এবং গোপনে তোমাদের রবকে ডাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"		সূরা আরাফঃ ০৭/৫৫

- দোয়া কবুলের বিশেষ কিছু শর্ত ও আদব: হারাম পানাহার থেকে বেঁচে থাকা। পোশাক ও উপার্জন হালাল হওয়া। দোয়ায় আন্তরিক হওয়া, উদাসীন না হওয়া। আল্লাহর করুণার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা, নিরাশ না হওয়া। তাড়াহুড়া না করা। মিথ্যা, গীবত, হিংসা-বিদ্বেষের অভ্যাস দূর করা। পর্দাপালন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করা। মাতা-পিতার অবাধ্য না হওয়া।
- দোয়া কবুলের সহায়ক ভূমিকা পালন করে এমন কিছু বিষয়: বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে দোয়া করা। দোয়ার শুরু ও শেষে হামদ ও সানা দ্বারা আরম্ভ করা। দুরুদ শরীফ পড়া। দোয়ার আগে কোনো নেক কাজ করা। নেক কাজের কথা স্মরণ করা। পাক-পবিত্র হয়ে দোয়া করা। মুমিন ব্যক্তি খাঁটি দিলে দোয়া করলে তা সবসময়ই কবুল হয়। একনিষ্ঠভাবে কায়মনোবাক্যে দোয়া করলে, তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

'তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি' (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ৪৬)

ফজর

*১। খালেস অন্তরে আজান এর জবাব দেয়া।
- ইমাম যা বলে তাই বলা, শুধু 'হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা হালাল ফালাহ' (নামাজের জন্যে এস, কল্যানের জন্যে এস- এর উত্তরে বলতে হয় - লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ- (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি, অন্য কোন ক্ষমতা নেই)।
যে প্রত্যহ আদায় করবে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আল হাদিস)

....

*২। অযুর পর - কালেমা শাহাদাত
আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া দাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ'র রাসুল
প্রত্যহ যে পড়বে তার জন্যে জান্নাতের ৮ টা দরজাই খুলে যায়, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারে। (আল হাদিস)

....

*৩। নামাজের সালাম ফেরানোর পর- আল্লাহু আকবার (১ বার)- আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান, আস্তাগফিরুল্লাহ্ (৩ বার)- হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করো।

....

*৪। নামাজ এর পর - আয়াতুল কুরসি (সূরা আল-বাক্বারা আয়াত-২৫৫)
আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। লা তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ' ই'ন্দাহূ ইল্লা বিইজনিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইউহিতূনা বিশাইয়্যিম্ মিন 'ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ'। ওয়াসিআ' কুরসিইয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি। ওয়ালা ইয়াউ'দুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়্যুল আ'জিম।
অর্থ- আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জিব, সর্বস্বত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন কি আছে তাদের (মানুষ) সামনে এবং কি আছে তাদের পেছনে। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারনা করতে পারেনা, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যাতীত। তাঁর মহাসিংহাসন (কুরসী) আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে ব্যপ্ত। এসবের সংরক্ষণে তাঁকে ক্লান্ত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।"
প্রত্যহ যে পড়বে, তার আর জান্নাতের মধ্যে মৃত্যু ব্যতিত আর কোন বাঁধা থাকেনা। (আল হাদিস)

....

*৫। প্রত্যহ নামাজের পর-

- **সুবহান আল্লাহ** (৩৩ বার) - অর্থ- আল্লাহ পুত ও পবিত্র;
- **আলহামদুলিল্লাহ** (৩৩ বার) - সকল প্রশংসা/ কৃতজ্ঞতা/ ধন্যবাদ শুধুই আল্লাহর জন্যে;
- **আল্লাহু আকবার** (৩৪ বার) - আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান।

প্রত্যহ নামাজের পর এই দুয়া পড়লে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়। (আল হাদিস)
"আলহামদুলিল্লাহ" সর্বোত্তম জিকির। (আল হাদিস)

....

৬। দুয়ার শুরুতে- আল্লাহ এর প্রশংসা (সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, ইসমে আযম এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) এবং দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান ন্বার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ' - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬

আ'মানার রাসূলূ বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসূলিহী; লা-নুফাররিক্ব বাইনা আহ্বাদিম মির রুসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্‌রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছ্বীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের রব, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস'আহা; লাহা-মা কাসাবাত' ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা'না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছ্বরান কামা-হ্বামাল্‌তাহূ 'আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্‌মিল্‌না-মা-লা- 'ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্‌ফির্‌লানা-; ওয়ার্‌হ্বামনা-; আন্‌তা মাওলা-না- ফান্‌ছ্বুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

....

*৭। **আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাওয়া (সাইয়েদুল ইসতিগফার ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠতম দুয়া)**

(ক) আস্তাগফিরুল্লাহ - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর।

(খ) আস্তাগফিরুল্লাহ হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হা'ইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, ওয়াতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহহিল আলিয়্যিল আযিম- হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, তুমি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন; এবং আমি তোমার কাছে ফিরে আসলাম; তুমি ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই। (তিরমিজি, আবু দাউদ)।

(গ) আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আননি - হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাস। অতএব, আমাকে ক্ষমা করো। (তিরমিজি)
(ঘ) আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আ'তুবু ইলাইহি - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার দিকে ফিরে আসলাম।
মহানবী (স) প্রতিদিন ৭০-১০০ বার ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

(ঙ) সাইয়েদুল ইসতিগফার (আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠতম দুয়া)

আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ও'য়াদিকা মাসত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শার্ রি মা ছা'নাতু, আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবূউলাকা বিযামবী, ফাগ্ ফির্ লী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা। - হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া প্রকৃত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম, আর আমি আমার সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের (তাওহিদ) ও প্রতিশ্রুতির (জান্নাত) উপর অবিচল রয়েছি, আমার কৃত-কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমাকে যত নেয়ামত দিয়েছে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করছি, যত অপরাধ করেছি সুগুলোও স্বীকার করছি, অত:এব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই।
"যে কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এই দু'আটি (সাইয়েদুল ইসতিগফার) পাঠ করবে ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে এবং যে কেউ ইয়াকিনের সাথে রাত্রিতে পাঠ করবে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে।" (বুখারী)

....

*৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম - মহাপবিত্র আল্লাহ তাঁর জন্যে সকল প্রশংসা, মহাপবিত্র আল্লাহ তিনি মহামহিম/ সব থেকে মহান);
প্রত্যহ ১০০ বার যে এই দুয়া পড়বে তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা পরিমান হয় (আল হাদিস)
ছোট দু'টি দুয়া- উচ্চারণে সহজ- মিজানের পাল্লায় ভারি (আল হাদিস)

....

৯। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য / রব/ পালনকর্তা/ প্রতিপালক / মা'লিক বা ইলাহ নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল।

....

*১০। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, তিনি সব কিছুর মালিক বা রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।
এই দুয়ার - 'ওয়া লাহুল হামদ' এর পর 'ইয়ুয়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া হায়্যুল লা ইয়া মিতু, বিয়া দিহিল খইর' (তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব ও তাঁর কোন মৃত্যু নেই, সকল কল্যাণ তাঁর থেকেই আসে) বাক্য তিনটি যোগ করলে- *বাজারে প্রবেশের মহা ফযিলতপুর্ন দুয়া হয়ে যায়- ১০ লক্ষ্য নেকি, ১০ লক্ষ্য গুনাহ মাফ এবং ১০ লক্ষ্য মর্যাদা বৃদ্বি। (আল হাদিস)*
এই দুয়া যিনি দৈনিক ১০০ বার পড়বে, ঐদিন ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি ইবাদতকারী আল্লাহ'র দরবারে আর কেউ থাকবে না। (আল হাদিস)
তাছাড়া এটা এমন এক দুয়া, যা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসুল করে গিয়েছেন।

....

*১১। আল্লাহুম্মা লা- মানিআ লিমা- আত্বাইতা, ওয়া লা মুত্বিয়া লিমা মানা 'তা, ওয়া লা ইয়াংফায়ু জাল ঝাদ্দি মিনকাল ঝাদ্দি। - হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদানের ইচ্ছা কর , তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও, তা কেউ প্রদান করতে পারে না এবং কোনো সম্পদশালীর সম্পদই তোমার নিকট তাকে রক্ষা করতে পারে না। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

....

১২। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই
এই দুয়াটা জান্নাতের গুপ্তধন। (আল হাদিস)

....

১৩। ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী - আল্লাহর নাম।
ইয়া আরহামার রাহিমিন - হে আল্লাহ, আর তুমি তো (দয়ালুদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
এই নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার কাছে কিছু চাইলে, আল্লাহ কবুল করেন'। (আল হাদিস)

....

১৪। লা ইলাহা ইল্লা, আনতা সুবহানাকা, ইন্নি কুনতু মিনাজ জলিমিন - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য/ রব/ প্রতিপালক / পালনকর্তা / ইলাহ বা মালিক নেই, আল্লাহ পুত ও পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জুলুমকারী বা পাপি প্রতিপন্ন হয়েছি
এটি কুরআনে উল্লেখিত দুয়া ইউনুস। এর পর দুয়া করে কিছু চাইলে দুয়া কবুল হয়, দুয়া ইউনুস পাঠ করলে বিপদাপদ কেটে যায়।

....

*১৫। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আ'লুকাল হুদা, ওয়াত্ব তুকা, ওয়াল আ'ফাফা, ওয়াল গি'না - হে আল্লাহ, তুমি আমাকে হেদায়াত বা গাইডেন্স বা দিক নির্দেশনা দাও, তাকওয়া বা তোমার ভয় দাও, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দাও, এবং ধন-সম্পদ দাও/ আমি আল্লাহর কাছে হেয়ায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।

....

১৬। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা - হে আল্লাহ, আমার মা-বাবা যেভাবে আমাকে যত্ন করে শৈশবে লালন-পালন করেছেন, ঠিক সেভাবে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর, তাদের প্রতি শান্তি, রহমত, ও বরকত বর্ষণ কর (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৪)

....

১৭। রাব্বানাগ ফিরলি, ওয়ালি ওয়ালি দাইয়্যা, ওয়ালিল মুমিনিনা, ইয়াওমা ইয়া কুমুল হিসা'ব - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমার মা-বাবাকে ক্ষমা কর এবং সব মুমিনদের ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৪১)

....

১৮। নিজের ভাষায় নিজের জন্যে, নিজের মা-বাবার জন্যে, পরিবারের জন্যে, আত্মীয়-স্বজন বা বংশ পরম্পরা (আপনার পরের জেনারেশন থেকে শুরু করে, আপনার আগের জেনারেশন পর্যন্ত যাদের চিনেন বা চিনেন না, মায়ের দিকের বাবার দিকের, সব আত্মীয়রা এখানে আসবে), সব মুমিন-মুসলিমদের জন্যে, এবং সকল মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্যে দুয়া করবেন।
- সবার নেক-হায়াত চাইবেন, সুস্থতা-সবলতা-সুখ ও নিরাপত্তা চাইবেন (সুখ আর খুশি এক না)। হজ-ওমরা করার তৌফিক চাইবেন। সারাজীবনের গুনাহ মাফ এবং জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবেন (তোমরা আল্লাহ'র কাছে চাইলে জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে, কেননা সেটিই সব থেকে উত্তম জান্নাত। - আল হাদিস)। বার্ধক্যের চরম পর্যায়ের হেফাযত তথা বার্ধক্যে সুস্থতা-সবলতা-সুখ এবং শক্ত-সামর্থতা চাইবেন। জানা-অজানা সব নেক চাহিদা ও ইচ্ছা পুরন চাইবেন। আল্লাহর দয়া-রহমত, দিক নির্দেশনা ও হালাল রিযক চাইবেন। ক্ষতিপূরণ, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি চাইবেন। তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়, ও ধন সম্পদ চাইবেন। সর্বোপরি তাদের সকল অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর সার্বিক রহমতের চাঁদরে যেন ঢেকে রাখে, বিনয়ের সাথে সেই দোয়া করবেন।

....

১৯। ইয়াহ্‌দিকুল্ল-হু ওয়া ইউস্বলিহ: বা-লাকুম - হে আল্লাহ, অমুসলিমদের হেদায়াত দিও, এবং তোমার পথে পরিচালিত কোর। (তিরমিযী)

....

*২০। আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু, ওয়া মিনকাস সালামু, তাবরাকতা, ইয়া জ্বাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।'

....

*২১। বিস্‌মিল্লা হিল্লাজি লা ইয়াদুরুা মা'আসমিহী শাইয়্যুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ি, ওয়াহুয়াস সামিউল আলীম -আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সাথে আসমান ও জমিনের কোন কিছু কমতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

....

২২। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

....

*২৩। ক) রাব্বানা ওয়া ত্বকাব্বাল দুয়া- হে আল্লাহ, আমার দুয়া কবুল কর। (সুরা ইব্রাহিম, আয়াত ৪০);
খ) রাব্বানা ত্বকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আ'লিম - হে আল্লাহ, আমার দুয়া এবং কর্ম কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭);
গ) আল্লাহুম্ম ইন্নি আউযুবিকা মিন দোয়াই লা ইয়াসমাউ - হে আল্লাহ দোয়া কবুল না হওয়া থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
গ তে উল্লেখিত দুয়া কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা বা আশংকা থেকে হেফাজতের জন্যে দুয়া।

....

*২৪। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়্যান, ওয়া রিয্বকান তাইয়্যিবান, ওয়া আমালান্ মুতাকাব্বালান - হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, ঐরূপ জ্ঞান যা উপকারী, উত্তম রিযিক এবং গ্রহনযোগ্য কর্ম।

....

*২৫। রাদ্বিতু বিল্লাহি রাব্বা, অ'বিল ইসলামী দ্বীনা, ওয়ারি মোহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নাবিয়্যান ওয়া রাসুলা - আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও নবী মোহাম্মদ (সঃ) কে নবী ও রাসূলরূপে গ্রহন করে আমি সন্তুষ্ট।
যে ব্যাক্তি এই দুয়া পড়বে, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুসলিম, আবু দাউদ)

....

*২৬। আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি আ'লা যিক্‌রিকা, ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি ইবাদাতিক - হে আল্লাহ, আপনাকে স্মরণ রাখতে, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে, এবং সর্বোত্তমরূপে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সহায়তা করুন।

....

*২৭। রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতা ওয়ক্বিনা আযা-বান না-র - হে আমাদের রব, আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যান দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২০১)

....

*২৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদ্বা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী - আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষনা করছি। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া সমপরিমান, তাঁর আরশের ওজন সমপরিমান, এবং তাঁর বানী সমূহ বর্ণনা করার কালি সমপরিমান।
এই দোয়া পাঠ করলে পুরো বেলা জিকিরের সমান ছোয়াব পাওয়া যায়। (আল হাদিস)

....

*২৯। আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাদানি , আল্লাহুম্মা আফিনি ফি সাময়ি ; আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাসারি। লা ইলাহা ইল্লা আনতা , আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল ক্বাবারি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা -হে আল্লাহ, আমার দেহ সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ, আমাকে সুস্থ রাখুন আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে। হে আল্লাহ, আমাকে সুস্থ রাখুন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আমি কুফুরি, দারিদ্র্য ও কবরের আজাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। (আবু দাউদ, হাদিস: ৫০৯০)

....

*৩০। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতি ফি দিনি ওয়া দুনিয়াই ওয়া আহলি ওয়া মালি। আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতি ওয়া আমিন রাওআতি। আল্লাহুম্মাহ ফাজনি মিন বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খলফি ওয়া আন ইয়ামিনি ওয়া আন শিমালি ওয়া মিন ফাওকি। ওয়া আউজু বিআজামাতিকা মিন আন আগতালা মিন তাহতি-হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া আমার পরিবার-পরিজন এবং আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমার সব গোপন দোষগুলোকে তুমি ঢেকে রাখ এবং আমার সব ভয়ের স্থানে

তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সামনে-পেছনে, ডানে-বামে ও উপরে সর্বদিক দিয়ে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! তোমার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ওসিলায় আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমি যেন আমার নিচের দিক দিয়ে মাটিতে দেবে না যাই। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

....

*৩১। হাসবি আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযিম - আমার জন্যে আল্লাহ'ই যথেষ্ট, আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্য উপাস্য / রব / প্রতিপালক / পালনকর্তা / ইলাহ / বা মালিক নেই, আমি তাঁর উপরেই ভরসা করি, যিনি মহান আরশের অধিপতি। (সুরা তওবা, আয়াত ১২৯)

প্রত্যহ ফযর এবং আছর বা সকাল এবং বিকালে যে ৭ বার করে এই দুয়া পড়ে, তার দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল ভাবনার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান (আল হাদিস)।

....

৩২। ইন্না সালা-তি, ওয়া নূসুকি, ওয়া মাহ্য়াইয়া-ইয়া, ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামিন। লা- শারীকালাহু; ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়্যালুল মুসলিমীন। আমার নামাজ, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অশী নেই, আমি এ সম্বকেই আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলমানদের মধ্যে আমিই (ইব্রাহীম(আ) প্রথম। (সূরা আল আনআম, আয়াত ১৬২-১৬৩)

....

৩৩। আল্লাহুম্মাহদিনি লিআহ্সানীল-আমালি ওয়া আহ্সানিল আখলাকি; ফাইন্নাহু লাইয়াহদি লিআহসানিহা ইল্লা আনতা; ওয়া ক্বিনিল আমালি ওয়াইয়্যিয়িল' আখলাকি; ফাইন্নাহু লা ইয়াক্বি সাইয়্যিআহা ইল্লা আন্তা -হে আল্লাহ, আমাকে সৎকর্ম ও শিষ্টাচারের দিকে পরিচালিত করুন। কারন আপনি ব্যতীত কেউই সৎপথ প্রদর্শণ করতে পারেনা। এবং আমাকে খারাপ কাজ ও মন্দ ব্যবহার থেকে রক্ষা করুন। কারন আপনি ব্যতীত এসবের থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। (নাছাঈ)

....

৩৪। রাব্বাহু আন্নী ম্যা্গ্লূবুন ফানতাছ্বির - সে (নূহ) তাঁর রবকে আহ্বান করে বলেছিল, "আমি অক্ষম, আমাকে সাহায্য কর"। (সুরা ক্বামার, আয়াত ১০)

....

৩৫। রাব্বি ইন্নি লিমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খয়রিন ফাক্বীর - হে আমার পালনকর্তা, আল্লাহ! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই করবে, আমি তো তারই ভিখারী।
(সূরা কাসাস, আয়াত ২৪)

....

৩৬। ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম, বি রাহমাতিকা আস্তাগিছ - হি চিরঞ্জীব, হে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক, তোমার রহমতেই আমার মুক্তি। (তিরমিযী ৩৫২৪)

....

৩৭। রাব্বানা- জালাম্না-আন্ফুসানা-, ওয়া ইললাম তাগফির লানা- ওয়াতারহ্বাম্না- লানাকুনান্না মিনাল খা-সিরীন - হে আমাদের প্রভু, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হব। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ২৩)

....

৩৮। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বর, ওয়ামিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ্ দাজ্জাল - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতার অনিষ্টতা থেকে। (সহীহ মুসলীম)

মহানবী মুহাম্মদ (স) ফরজ নামাজে এই দুয়াটি না করে ছালাম ফেরাতে নিষেধ করেছেন।

....

৩৯। আল্লাহু লাত্বীফুম বি ইবা-দিহী ইয়ারজুক মাই ইয়াশা-উ ওয়াহুওয়াল ক্বাওয়িয়্যুল আযীয - আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাকে ইচ্ছা জীবানোপকরন দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (সূরা শু'রা, আয়াত ১৯)

....

৪০। রাব্বানা-আন্‌যিল, আলাইনা-মা-ইদাতাম্‌ মিনাস্‌ সামা-ই তাকূনু লা না- ঈদাল লিআওয়্যালিনা- ওয়া আ-খিরিনা ওয়া আ-ইয়াতাম মিন্‌কা, ওয়ার্‌যুক্বনা- ওয়া আনতা খাইরুর রাযিক্বীন - হে আল্লাহ, আমাদের রব, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর, এ হবে আমাদের ও সকলের জন্য তোমার থেকে নিদর্শন এবং আনন্দোৎসব স্বরূপ, এবং আমাদের জীবিকা দান কর, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকা দাতা। (সূরা মা'য়িদা, আয়াত ১১৪)

....

৪১। রাব্বি জিদ্‌নী ইল্‌মান - হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ১১৪)

....

*৪২। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস

....

৪৩। দুয়ার শেষে- দরুদ শরিফ এবং আল্লাহ এর প্রশংসা (ইসমে আযম, সূরা ইখলাস, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং সূরা ফাতিহা)

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান স্বার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্তার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)।

জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬

আ'মানার রাসূলূ বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসূলিহী; লা-নুফাররিক্ব বাইনা আহ্বাদিম মির রূসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্‌রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের বর, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস'আহা; লাহা-মা কাসাবাত' ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা'না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছ্বরান কামা-হ্বামাল্‌তাহূ 'আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্‌মিল্‌না-মা-লা- 'ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্‌ফির্‌লানা-; ওয়ার্‌হ্বামনা-; আন্‌তা মাওলা-না- ফান্‌ছুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন

দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

এবং সব শেষে সূরাইখলাস ও সূরা ফাতিহা। দোয়ার শেষে "আমিন" বলা মানে হলো দোয়াকে সিল করে দেয়া। (আল হাদিস)

* তারকা চিহ্নিত দুয়াগুলো আমল করার জন্যে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত।

যোহর

*১। খালেস অন্তরে আজান এর জবাব দেয়া।
- ইমাম যা বলে তাই বলা, শুধু 'হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা হালাল ফালাহ' (নামাজের জন্যে এস, কল্যানের জন্যে এস- এর উত্তরে বলতে হয় - লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ- (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি, অন্য কোন ক্ষমতা নেই)।
যে প্রত্যহ আদায় করবে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আল হাদিস)

....

*২। অযুর পর - কালেমা শাহাদাত
আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া দাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ'র রাসুল
প্রত্যহ যে পড়বে তার জন্যে জান্নাতের ৮ টা দরজাই খুলে যায়, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারে। (আল হাদিস)

....

*৩। নামাজের সালাম ফেরানোর পর- আল্লাহু আকবার (১ বার)- আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান, আস্তাগফিরুল্লাহ্ (৩ বার)- হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করো।

....

*৪। নামাজ এর পর - আয়াতুল কুরসি (সূরা আল-বাক্বারা আয়াত-২৫৫)
আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। লা তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ' ই'ন্দাহূ ইল্লা বিইজনিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইউহিতূনা বিশাইয়্যিম্ মিন 'ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ'। ওয়াসিআ' কুরসিইয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি। ওয়ালা ইয়াউ'দুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়্যুল আ'জিম।
অর্থ- আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জিব, সর্বস্বত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন কি আছে তাদের (মানুষ) সামনে এবং কি আছে তাদের পেছনে। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারনা করতে পারেনা, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যাতীত। তাঁর মহাসিংহাসন (কুরসী) আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে ব্যপ্ত। এসবের সংরক্ষণে তাঁকে ক্লান্ত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।"
প্রত্যহ যে পড়বে, তার আর জান্নাতের মধ্যে মৃত্যু ব্যতিত আর কোন বাঁধা থাকেনা। (আল হাদিস)

....

*৫। প্রত্যহ নামাজের পর-

- **সুবহান আল্লাহ** (৩৩ বার) - অর্থ- আল্লাহ পুত ও পবিত্র;
- **আলহামদুলিল্লাহ** (৩৩ বার) - সকল প্রশংসা/ কৃতজ্ঞতা/ ধন্যবাদ শুধুই আল্লাহর জন্যে;
- **আল্লাহু আকবার** (৩৪ বার) - আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান।

প্রত্যহ নামাজের পর এই দুয়া পড়লে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়। (আল হাদিস)
"আলহামদুলিল্লাহ" সর্বোত্তম জিকির। (আল হাদিস)

৬। দুয়ার শুরুতে- আল্লাহ এর প্রশংসা (সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, ইসমে আযম এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) এবং দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান ন্বার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ' - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬

আ'মানার রাসূলূ বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসূলিহী; লা-নুফাররিক্ব বাইনা আহ্বাদিম মির রূসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্‌রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের বর, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস'আহা; লাহা-মা কাসাবাত' ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা'না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছুরান কামা-হ্বামাল্‌তাহূ 'আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্‌মিল্‌না-মা-লা- 'ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্‌ফির্‌লানা-; ওয়ার্‌হ্বামনা-; আন্‌তা মাওলা-না- ফান্‌ছুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

*৭। **আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাওয়া (সাইয়েদুল ইসতিগফার ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠতম দুয়া)**

(ক) আস্তাগফিরুল্লাহ - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর।

(খ) আস্তাগফিরুল্লাহ হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হা'ইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, ওয়াতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহহিল আলিয়্যিল আযিম- হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, তুমি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন; এবং আমি তোমার কাছে ফিরে আসলাম; তুমি ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই। (তিরমিজি, আবু দাউদ)।
(গ) আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আননি - হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাস। অতএব, আমাকে ক্ষমা করো। (তিরমিজি)
(ঘ) আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আ'তুবু ইলাইহি - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার দিকে ফিরে আসলাম।
মহানবী (স) প্রতিদিন ৭০-১০০ বার ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

(ঙ) সাইয়েদুল ইসতিগফার (আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠতম দুয়া)
আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ও'য়াদিকা মাসত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শার্ রি মা ছা'নাতু, আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবূউলাকা বিযামবী, ফাগ্ ফির্ লী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা। - হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া প্রকৃত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম, আর আমি আমার সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের (তাওহিদ) ও প্রতিশ্রুতির (জান্নাত) উপর অবিচল রয়েছি, আমার কৃত-কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমাকে যত নেয়ামত দিয়েছে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করছি, যত অপরাধ করেছি সুগুলোও স্বীকার করছি, অত:এব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই।
"যে কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এই দু'আটি (সাইয়েদুল ইসতিগফার) পাঠ করবে ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে এবং যে কেউ ইয়াকিনের সাথে রাত্রিতে পাঠ করবে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে।" (বুখারী)

....

*৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম - মহাপবিত্র আল্লাহ তাঁর জন্যে সকল প্রশংসা, মহাপবিত্র আল্লাহ তিনি মহামহিম/ সব থেকে মহান);
প্রত্যহ ১০০ বার যে এই দুয়া পড়বে তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা পরিমান হয় (আল হাদিস)
ছোট দু'টি দুয়া- উচ্চারণে সহজ- মিজানের পাল্লায় ভারি (আল হাদিস)

....

৯। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য / রব/ পালনকর্তা/ প্রতিপালক / মা'লিক বা ইলাহ নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল।

....

*১০। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, তিনি সব কিছুর মালিক বা রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।
এই দুয়ার - 'ওয়া লাহুল হামদ' এর পর 'ইয়্যুয়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া হায়্যুল লা ইয়া মিতু, বিয়া দিহিল খইর' (তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব ও তাঁর কোন মৃত্যু নেই, সকল কল্যাণ তাঁর থেকেই আসে) বাক্য তিনটি যোগ করলে- *বাজারে প্রবেশের মহা ফযিলতপুর্ন দুয়া হয়ে যায়- ১০ লক্ষ্য নেকি, ১০ লক্ষ্য গুনাহ মাফ এবং ১০ লক্ষ্য মর্যাদা বৃদ্বি। (আল হাদিস)*
এই দুয়া যিনি দৈনিক ১০০ বার পড়বে, ঐদিন ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি ইবাদতকারী আল্লাহ'র দরবারে আর কেউ থাকবে না। (আল হাদিস)
তাছাড়া এটা এমন এক দুয়া, যা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসুল করে গিয়েছেন।

....

*১১। আল্লাহুম্মা লা- মানিআ লিমা- আত্বাইতা, ওয়া লা মুত্বিয়া লিমা মানা 'তা, ওয়া লা ইয়াংফায়ু জাল ঝাদ্দি মিনকাল ঝাদ্দি। - হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদানের ইচ্ছা কর , তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও, তা কেউ প্রদান করতে পারে না এবং কোনো সম্পদশালীর সম্পদই তোমার নিকট তাকে রক্ষা করতে পারে না। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

....

১২। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই
এই দুয়াটা জান্নাতের গুপ্তধন। (আল হাদিস)

....

১৩। ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী - আল্লাহর নাম।
ইয়া আরহামার রাহিমিন - হে আল্লাহ, আর তুমি তো (দয়ালুদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
এই নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার কাছে কিছু চাইলে, আল্লাহ কবুল করেন'। (আল হাদিস)

....

১৪। লা ইলাহা ইল্লা, আনতা সুবহানাকা, ইন্নি কুনতু মিনাজ জলিমিন - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য/ রব/ প্রতিপালক / পালনকর্তা / ইলাহ বা মালিক নেই, আল্লাহ পুত ও পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জুলুমকারী বা পাপি প্রতিপন্ন হয়েছি
এটি কুরআনে উল্লেখিত দুয়া ইউনুস। এর পর দুয়া করে কিছু চাইলে দুয়া কবুল হয়, দুয়া ইউনুস পাঠ করলে বিপদাপদ কেটে যায়।

....

*১৫। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আ'লুকাল হুদা, ওয়াত্ব তুকা, ওয়াল আ'ফাফা, ওয়াল গি'না - হে আল্লাহ, তুমি আমাকে হেদায়াত বা গাইডেন্স বা দিক নির্দেশনা দাও, তাকওয়া বা তোমার ভয় দাও, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দাও, এবং ধন-সম্পদ দাও/ আমি আল্লাহর কাছে হেয়ায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।

....

১৬। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা - হে আল্লাহ, আমার মা-বাবা যেভাবে আমাকে যত্ন করে শৈশবে লালন-পালন করেছেন, ঠিক সেভাবে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর, তাদের প্রতি শান্তি, রহমত, ও বরকত বর্ষণ কর (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৪)

....

১৭। রাব্বানাগ ফিরলি, ওয়ালি ওয়ালি দাইয়্যা, ওয়ালিল মুমিনিনা, ইয়াওমা ইয়া কুমুল হিসা'ব - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমার মা-বাবাকে ক্ষমা কর এবং সব মুমিনদের ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৪১)

....

১৮। নিজের ভাষায় নিজের জন্যে, নিজের মা-বাবার জন্যে, পরিবারের জন্যে, আত্মীয়-স্বজন বা বংশ পরম্পরা (আপনার পরের জেনারেশন থেকে শুরু করে, আপনার আগের জেনারেশন পর্যন্ত যাদের চিনেন বা চিনেন না, মায়ের দিকের বাবার দিকের, সব আত্মীয়রা এখানে আসবে), সব মুমিন-মুসলিমদের জন্যে, এবং সকল মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্যে দুয়া করবেন।
- সবার নেক-হায়াত চাইবেন, সুস্থতা-সবলতা-সুখ ও নিরাপত্তা চাইবেন (সুখ আর খুশি এক না)। হজ-ওমরা করার তৌফিক চাইবেন। সারাজীবনের গুনাহ মাফ এবং জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবেন (তোমরা আল্লাহ'র কাছে চাইলে জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে, কেননা সেটিই সব থেকে উত্তম জান্নাত। - আল হাদিস)। বার্ধক্যের চরম পর্যায়ের হেফাযত তথা বার্ধক্যে সুস্থতা-সবলতা-সুখ এবং শক্ত-সামর্থতা চাইবেন। জানা-অজানা সব নেক চাহিদা ও ইচ্ছা পুরন চাইবেন। আল্লাহর দয়া-রহমত, দিক নির্দেশনা ও হালাল রিযক চাইবেন। ক্ষতিপূরণ, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি চাইবেন। তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়, ও ধন সম্পদ চাইবেন। সর্বোপরি তাদের সকল অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর সার্বিক রহমতের চাঁদরে যেন ঢেকে রাখে, বিনয়ের সাথে সেই দোয়া করবেন।

....

১৯। ইয়াহ্‌দিকুল্ল-হু ওয়া ইউস্বলিহ: বা-লাকুম - হে আল্লাহ, অমুসলিমদের হেদায়াত দিও, এবং তোমার পথে পরিচালিত কোর। (তিরমিযী)

....

*২০। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়্যান, ওয়া রিয্‌কান তাইয়্যিবান, ওয়া আমালান্‌ মুতাকাব্বালান - হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, ঐরূপ জ্ঞান যা উপকারী, উত্তম রিযিক এবং গ্রহনযোগ্য কর্ম।

....

*২১। আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু, ওয়া মিনকাস সালামু, তাবরাকতা, ইয়া জ্বাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।'

....

*২২। আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি আ'লা যিক্‌রিকা, ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি ইবাদাতিক - হে আল্লাহ, আপনাকে স্মরণ রাখতে, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে, এবং সর্বোত্তমরূপে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সহায়তা করুন।

....

*২৩। রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতা ওয়ক্বিনা আযা-বান না-র - হে আমাদের রব, আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যান দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২০১)

....

২৪। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা, ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

....

*২৫। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদ্বা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী - আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষনা করছি। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সন্তষ্ট হওয়া সমপরিমান, তাঁর আরশের ওজন সমপরিমান, এবং তাঁর বানী সমূহ বর্ণনা করার কালি সমপরিমান।
এই দোয়া পাঠ করলে পুরো বেলা জিকিরের সমান ছোয়াব পাওয়া যায়। (আল হাদিস)

....

২৬। ক) রাব্বানা ওয়া ত্বকাব্বাল দুয়া- হে আল্লাহ, আমার দুয়া কবুল কর। (সুরা ইব্রাহিম, আয়াত ৪০);
খ) রাব্বানা ত্বকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আ'লিম - হে আল্লাহ, আমার দুয়া এবং কর্ম কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭);
গ) আল্লাহুম্ম ইন্নি আউযুবিকা মিন দোয়াই লা ইয়াসমাউ - হে আল্লাহ দোয়া কবুল না হওয়া থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
গ তে উল্লেখিত দুয়া কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা বা আশংকা থেকে হেফাজতের জন্যে দুয়া।

....

২৭। আল্লাহ'র কতিপয় গুনবাচক নামঃ ইয়া আল্লাহু, আল্লাহু বাসিতু - কাল্যান বর্ধক, ইয়া ওয়াহহাবু - অনেক বড় দাতা, ইয়া রহমানু - পরম করুনাময়, ইয় রাহীমু - অসীম দয়ালু, ইয়া রাজ্জাকু - রিযিকদাতা, ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম- মহত্ব ও গৌরবের অধিকারী, ইয়া জহিরু- হে প্রকাশ্য, ইয়া হালিমু- হে স্থিতিশীল, ইয়া মুমিনু -হে নিরাপত্তা দাতা, ইয়া মুহাইমিনু - সত্য সাক্ষীর অধিকারী, ইয়া কাহহারু-হে সক্ষম শাস্তিদাতা/প্রভাব বিস্তারকারী মহাশক্তিধর, ইয়া ফাত্তাহু-হে প্রশস্তকারী, ইয়া মুয়িজ্জু-হে সম্মান দানের অধিকারী, ইয়া মুজিবু-হে প্রার্থনা গ্রহনকারী।

....

২৮। ওয়াল লা-হু ইয়াক্ববিদ্বু ওয়া ইয়াবছুতু, ওয়া-ইলাইহি তুরজ্বা'উন- আল্লাহই জীবীকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন। আর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।
(সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ২৪৫)

....

২৯। ওয়াল্লা-হু ইয়ারযুক্ব মাই ইয়াশা-উ বিগাইরি হিসা-ব - আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবীকা দান করেন। (সূরা নূর, আয়াত ৩৮)

....

৩০। ওয়া মাইঁ ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইয়াজ্ব’আল লাহু মাখরাজ্বা- ওয়া ইয়ারযুক্বহু মিন হাইছু লা- ইয়াহ্বতাসিবু; ওয়া মাইঁ ইয়াতাওয়াক্কাল ‘আলাল্লা-হি ফাহুওয়া হাসবুহূ; ইন্নাল্লা-হা বা-লিগু আমরিহী; ক্বাদ জ্বা’আলাল্লা-হু লিকুল্লি শাইয়িন ক্বাদরা - যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারনাতীত উৎস হতে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্যে নির্দিষ্ট মাত্রা বা সময় স্থির করেছেন। (সূরা ত্বালাক, আয়াত ২-৩)

....

৩১। ৭ সালাম: সালামুন ক্বাওলাম মির রাব্বির রাহিম- করুনাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদের বলা হবে সালাম (শান্তি), সালামুন আলা নূহিন ফিল আলামিন- বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শানি্ত বর্ষিত হোক।, সালামুন আলা ইব্রাহীম- ইব্রাহীমের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।, সালামুন আলা মুসা ওয়া হারুন- মুসা ও হারুনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।, সালামুন আলা ইলিয়াসীন- ইলিয়াসের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।, সালামুন আলাইকুম তিবতুম ফাদ খুলুহা খলিদীন- তোমাদের প্রতি সালাম; তোমার সুখে থাক/ তোমরা ভালো করেছ। অতপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।, সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজরি- ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত শান্তি।

....

৩২। ক) ইয়া কুযিয়াল হাযাত (হে আবশ্যকতা পূরণকারী), খ) ইয়া ক্বাযিয়াল মোহিম্মাত (হে বৃহৎকাজ সমাধানকারী), গ) ইয়া দা-ফিয়্যাল বারিয়্যাত (হে বিপদ ধ্বংসকারী), ঘ) ইয়া মুয়িবাদ দাওয়াত (হে প্রার্থনা গ্রহনকারী), ঙ) ইয়া হাল্লালাল মুশকিলাত (হে বিপদ দূরকারী), চ) ইয়া গাওসো ওগেসনী ওয়া আমদেদনী (হে প্রার্থনা গ্রহনকারী আমার প্রার্থনা গ্রহন কর ও আমাকে সাহায্য কর)

....

৩৩। **হযরত যাকারিয়া (আ) এর দুয়া:** ক) রাব্বি লা তাদারনি ফারদান "ওয়া" আন্তা খায়রুল ওয়ারিশিন - হে আল্লাহ, আমাকে নিঃসন্তান করে একা রেখ না, এবং নিশ্চয়ই তুমি উত্তম ওয়ারিশদাতা। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৯), খ) রাব্বি হাব লি মিন লা দুনকা যুররিয়্যাতান তাইয়্যিবাতা ইন্নাকা সামিউদ দুয়া - হে আমাদের রব, আল্লাহ! আমাকে নেক সন্তান দান কর, নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী বা দুয়া কবুলকারী। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৮) গ) **হযরত ইব্রাহীম (আ) এর দুয়া:** রব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন -হে আমার রব! আমাকে সৎ, কর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০০)

....

৩৪। রাব্বানাগ ফির্লানা- যুনুবানা ওয়া ইসরা ফানা ফী আমরিনা ওয়াছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়ানছুরনা- আলাল ক্বাওমীল কাফিরীন- হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও কার্যে বাড়াবড়ি তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ, এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৪৭)

....

৩৫। রাব্বিশ রাহলী ছাদরী। ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী - হে আমার রব, আমার বক্ষ প্রশস্ত কর; এবং আমার কর্ম সহজ কর। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ২৫-২৬)

....

৩৬। ওয়া কুর রাব্বি আ’উযুবিকা মিন হামাযা-তিশ শাইয়া-ত্বীন। ওয়া আ’উযুবিকা রাব্বি আইঁ ইয়াহ্বদুরূন - হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা হতে তোমার আশ্রয় চাই এবং আমি ওদের উপস্থিতি হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে। (সূরা মুমিনূন, আয়াত ৯৭-৯৮)

....

৩৭। রাব্বানা- ওয়া আদখিল্হুম জ্বান্না-তি আদনী নিল্লাতি ওয়া ‘আত্তাহুম্ ওয়া মান্ ছ্বলাহ্বা মিন্ আ-বা-ইহিম্ ওয়া আযওয়া-জ্বিহিম্ ওয়া যুররিয়্যা-তিহিম; ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হ্বাকীম। ওয়া ক্বিহিমুস সাইয়্যিআ-তি; ওয়া মান্ তাক্বিস সাইয়্যিআ-তি ইয়াওমায়িযিন্ ফাক্বাদ্ রাহ্বিমতাহু; ওয়া যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল আজীম - হে আমাদের রব, আল্লাহ্! তুমি তাদের স্থায়ী জান্নাত দান কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছিলে এবং তাদের নেককার পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও দান কর। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। এবং তুমি তাদের শাস্তি হতে রক্ষা কর, সেদিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে সেদিন তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এটিই তো মহাসাফল্য। (সূরা মুমিন, আয়াত ৮-৯)

....

৩৮। রাব্বি ইন্নি লিমা-আনযালাতা ইলাইয়্যা মিন খাইরিন ফাক্বীর - হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই করবে, আমি তো তারই ভিখারী। (সূরা কাসাস, আয়াত ২৪)

৩৯। ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম, বি রাহমাতিকা আস্তাগিছ - হি চিরঞ্জীব, হে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক, তোমার রহমতেই আমার মুক্তি। (তিরমিযী ৩৫২৪)

৪০। রাব্বানা- জালাম্‌না-আন্‌ফুসানা-, ওয়া ইললাম তাগফির লানা- ওয়াতারহ্বাম্‌না- লানাকুনান্না মিনাল খা-সিরীন - হে আমাদের প্রভূ, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হব। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ২৩)

৪১। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বর, ওয়ামিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ্‌ দাজ্জাল - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতার অনিষ্টতা থেকে। (সহীহ মুসলীম)
মহানবী মুহাম্মদ (স) ফরজ নামাজে এই দুয়াটি না করে ছালাম ফেরাতে নিষেধ করেছেন।

৪২। আল্লাহুম্মাকফিনী বি হালালিকা আন হারামিকা, ওয়া আগনিনী বিফাজলিকা আম্মান সিওয়াকা - হে আল্লাহ! আমাকে এতটুকু পরিমাণ হালাল রিজিক দান কর যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে এবং হারাম অর্থের কোনো প্রয়োজন হবে না। তুমি ব্যতীত আর সবার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। (তিরমিযী)

৪৩। দুয়ার শেষে- দরুদ শরিফ এবং আল্লাহ এর প্রশংসা (ইসমে আযম, সূরা ইখলাস, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং সূরা ফাতিহা)

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর
(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর
এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান স্বার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)।
জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬

আ'মানার রাসূলূ বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসূলিহী; লা-নুফাররিকু বাইনা আহ্বাদিম মির রূসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছ্বীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের বর, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস'আহা; লাহা-মা কাসাবাত' ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা'না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছ্বরান কামা-হ্বামাল্তাহূ 'আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্মিল্না-মা-লা- 'ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্ফির্লানা-; ওয়ার্হ্বামনা-; আন্তা মাওলা-না- ফান্ছুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

এবং সব শেষে সূরা ইখলাস ও সূরা ফাতিহা। দোয়ার শেষে "আমিন" বলা মানে হলো দোয়াকে সিল করে দেয়া। (আল হাদিস)

* তারকা চিহ্নিত দুয়াগুলো আমল করার জন্যে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত।

আসর

*১। খালেস অন্তরে আজান এর জবাব দেয়া।

- ইমাম যা বলে তাই বলা, শুধু 'হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা হালাল ফালাহ' (নামাজের জন্যে এস, কল্যানের জন্যে এস- এর উত্তরে বলতে হয় - লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ- (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি, অন্য কোন ক্ষমতা নেই)।

যে প্রত্যহ আদায় করবে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আল হাদিস)

....

*২। অযুর পর - কালেমা শাহাদাত

আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া দাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ'র রাসুল

প্রত্যহ যে পড়বে তার জন্যে জান্নাতের ৮ টা দরজাই খুলে যায়, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারে। (আল হাদিস)

....

*৩। নামাজের সালাম ফেরানোর পর- আল্লাহু আকবার (১ বার)- আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান, আস্তাগফিরুল্লাহ্ (৩ বার)- হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করো।

....

*৪। নামাজ এর পর - আয়াতুল কুরসি (সূরা আল-বাক্বারা আয়াত-২৫৫)

আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। লা তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ' ই'ন্দাহূ ইল্লা বিইজনিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইউহিতূনা বিশাইয়্যিম্ মিন 'ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ'। ওয়াসিআ' কুরসিইয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি। ওয়ালা ইয়াউ'দুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়্যুল আ'জিম।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জিব, সর্বস্বত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন কি আছে তাদের (মানুষ) সামনে এবং কি আছে তাদের পেছনে। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারনা করতে পারেনা, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যাতীত। তাঁর মহাসিংহাসন (কুরসী) আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে ব্যপ্ত। এসবের সংরক্ষণে তাঁকে ক্লান্ত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।"

প্রত্যহ যে পড়বে, তার আর জান্নাতের মধ্যে মৃত্যু ব্যতিত আর কোন বাঁধা থাকেনা। (আল হাদিস)

....

*৫। প্রত্যহ নামাজের পর-

- **সুবহান আল্লাহ** (৩৩ বার) - অর্থ- আল্লাহ পুত ও পবিত্র;
- **আলহামদুলিল্লাহ** (৩৩ বার) - সকল প্রশংসা/ কৃতজ্ঞতা/ ধন্যবাদ শুধুই আল্লাহর জন্যে;
- **আল্লাহু আকবার** (৩৪ বার) - আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান।

প্রত্যহ নামাজের পর এই দুয়া পড়লে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়। (আল হাদিস)

"আলহামদুলিল্লাহ" সর্বোত্তম জিকির। (আল হাদিস)

....

৬। দুয়ার শুরুতে- আল্লাহ এর প্রশংসা (সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, ইসমে আযম এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) এবং দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান নার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ' - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬

আ'মানার রাসূলূ বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসূলিহী; লা-নুফাররিক্বু বাইনা আহ্বাদিম মির রূসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্‌রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছ্বীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের বর, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস'আহা; লাহা-মা কাসাবাত' ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা'না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছ্বরান কামা-হ্বামাল্‌তাহূ 'আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্‌মিল্‌না-মা-লা- 'ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্‌ফির্‌লানা-; ওয়ার্‌হ্বামনা-; আন্‌তা মাওলা-না- ফান্‌ছ্বুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

....

*৭। **আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাওয়া (সাইয়েদুল ইসতিগফার ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠতম দুয়া)**

(ক) আস্তাগফিরুল্লাহ - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর।

(খ) আস্তাগফিরুল্লাহ হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হা’ইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, ওয়াতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহহিল আলিয়্যিল আযিম- হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, তুমি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন; এবং আমি তোমার কাছে ফিরে আসলাম; তুমি ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই। (তিরমিজি, আবু দাউদ)।
(গ) আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা’ফু আননি - হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাস। অতএব, আমাকে ক্ষমা করো। (তিরমিজি)
(ঘ) আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আ'তুবু ইলাইহি - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার দিকে ফিরে আসলাম।
মহানবী (স) প্রতিদিন ৭০-১০০ বার ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

(ঙ) সাইয়েদুল ইসতিগফার (আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠতম দুয়া)
আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ও'য়াদিকা মাসত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শার্ রি মা ছা'নাতু, আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবূউলাকা বিযামবী, ফাগ্ ফির্ লী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা। - হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া প্রকৃত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম, আর আমি আমার সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের (তাওহিদ) ও প্রতিশ্রুতির (জান্নাত) উপর অবিচল রয়েছি, আমার কৃত-কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমাকে যত নেয়ামত দিয়েছে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করছি, যত অপরাধ করেছি সুগুলোও স্বীকার করছি, অত:এব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই।
“যে কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এই দু'আটি (সাইয়েদুল ইসতিগফার) পাঠ করবে ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে এবং যে কেউ ইয়াকিনের সাথে রাত্রিতে পাঠ করবে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে।” (বুখারী)

....

*৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম - মহাপবিত্র আল্লাহ তাঁর জন্যে সকল প্রশংসা, মহাপবিত্র আল্লাহ তিনি মহামহিম/ সব থেকে মহান);
প্রত্যহ ১০০ বার যে এই দুয়া পড়বে তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা পরিমান হয় (আল হাদিস)
ছোট দু'টি দুয়া- উচ্চারণে সহজ- মিজানের পাল্লায় ভারি (আল হাদিস)

....

৯। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য / রব/ পালনকর্তা/ প্রতিপালক / মা'লিক বা ইলাহ নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল।

....

*১০। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, তিনি সব কিছুর মালিক বা রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।
এই দুয়ার - 'ওয়া লাহুল হামদ' এর পর 'ইয়ুয়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া হায়্যুল লা ইয়া মিতু, বিয়া দিহিল খইর' (তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব ও তাঁর কোন মৃত্যু নেই, সকল কল্যাণ তাঁর থেকেই আসে) বাক্য তিনটি যোগ করলে- *বাজারে প্রবেশের মহা ফযিলতপুর্ন দুয়া হয়ে যায়- ১০ লক্ষ্য নেকি, ১০ লক্ষ্য গুনাহ মাফ এবং ১০ লক্ষ্য মর্যাদা বৃদ্বি। (আল হাদিস)*
এই দুয়া যিনি দৈনিক ১০০ বার পড়বে, ঐদিন ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি ইবাদতকারী আল্লাহ'র দরবারে আর কেউ থাকবে না। (আল হাদিস)
তাছাড়া এটা এমন এক দুয়া, যা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসুল করে গিয়েছেন।

....

*১১। আল্লাহুম্মা লা- মানিআ লিমা- আত্বাইতা, ওয়া লা মুত্বিয়া লিমা মানা 'তা, ওয়া লা ইয়াংফায়ু জাল ঝাদ্দি মিনকাল ঝাদ্দি। - হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদানের ইচ্ছা কর, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও, তা কেউ প্রদান করতে পারে না এবং কোনো সম্পদশালীর সম্পদই তোমার নিকট তাকে রক্ষা করতে পারে না। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

....

১২। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই
এই দুয়াটা জান্নাতের গুপ্তধন। (আল হাদিস)

....

১৩। ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী - আল্লাহর নাম।
ইয়া আরহামার রাহিমিন - হে আল্লাহ, আর তুমি তো (দয়ালুদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
এই নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার কাছে কিছু চাইলে, আল্লাহ কবুল করেন'। (আল হাদিস)

....

১৪। লা ইলাহা ইল্লা, আনতা সুবহানাকা, ইন্নি কুনতু মিনাজ জলিমিন - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য/ রব/ প্রতিপালক / পালনকর্তা / ইলাহ বা মালিক নেই, আল্লাহ পুত ও পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জুলুমকারী বা পাপি প্রতিপন্ন হয়েছি
এটি কুরআনে উল্লেখিত দুয়া ইউনুস। এর পর দুয়া করে কিছু চাইলে দুয়া কবুল হয়, দুয়া ইউনুস পাঠ করলে বিপদাপদ কেটে যায়।

....

*১৫। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আ'লুকাল হুদা, ওয়াত্ব তুকা, ওয়াল আ'ফাফা, ওয়াল গি'না - হে আল্লাহ, তুমি আমাকে হেদায়াত বা গাইডেন্স বা দিক নির্দেশনা দাও, তাকওয়া বা তোমার ভয় দাও, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দাও, এবং ধন-সম্পদ দাও/ আমি আল্লাহর কাছে হেয়ায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।

....

১৬। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা - হে আল্লাহ, আমার মা-বাবা যেভাবে আমাকে যত্ন করে শৈশবে লালন-পালন করেছেন, ঠিক সেভাবে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর, তাদের প্রতি শান্তি, রহমত, ও বরকত বর্ষণ কর (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৪)

....

১৭। রাব্বানাগ ফিরলি, ওয়ালি ওয়ালি দাইয়্যা, ওয়ালিল মুমিনিনা, ইয়াওমা ইয়া কুমুল হিসা'ব - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমার মা-বাবাকে ক্ষমা কর এবং সব মুমিনদের ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৪১)

....

১৮। নিজের ভাষায় নিজের জন্যে, নিজের মা-বাবার জন্যে, পরিবারের জন্যে, আত্মীয়-স্বজন বা বংশ পরম্পরা (আপনার পরের জেনারেশন থেকে শুরু করে, আপনার আগের জেনারেশন পর্যন্ত যাদের চিনেন বা চিনেন না, মায়ের দিকের বাবার দিকের, সব আত্মীয়রা এখানে আসবে), সব মুমিন-মুসলিমদের জন্যে, এবং সকল মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্যে দুয়া করবেন।
- সবার নেক-হায়াত চাইবেন, সুস্থতা-সবলতা-সুখ ও নিরাপত্তা চাইবেন (সুখ আর খুশি এক না)। হজ-ওমরা করার তৌফিক চাইবেন। সারাজীবনের গুনাহ মাফ এবং জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবেন (তোমরা আল্লাহ'র কাছে চাইলে জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে, কেননা সেটিই সব থেকে উত্তম জান্নাত। - আল হাদিস)। বার্ধক্যের চরম পর্যায়ের হেফাযত তথা বার্ধক্যে সুস্থতা-সবলতা-সুখ এবং শক্ত-সামর্থতা চাইবেন। জানা-অজানা সব নেক চাহিদা ও ইচ্ছা পুরন চাইবেন। আল্লাহর দয়া-রহমত, দিক নির্দেশনা ও হালাল রিযক চাইবেন। ক্ষতিপূরণ, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি চাইবেন। তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়, ও ধন সম্পদ চাইবেন। সর্বোপরি তাদের সকল অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর সার্বিক রহমতের চাঁদরে যেন ঢেকে রাখে, বিনয়ের সাথে সেই দোয়া করবেন।

....

১৯। ইয়াহ্‌দিকুল্ল-হু ওয়া ইউস্বলিহ: বা-লাকুম - হে আল্লাহ, অমুসলিমদের হেদায়াত দিও, এবং তোমার পথে পরিচালিত কোর। (তিরমিযী)

....

*২০। আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু, ওয়া মিনকাস সালামু, তাবরাকতা, ইয়া জ্বাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।'

....

*২১। আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি আ'লা যিক্‌রিকা, ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি ইবাদাতিক - হে আল্লাহ, আপনাকে স্মরণ রাখতে, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে, এবং সর্বোত্তমরূপে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সহায়তা করুন।

*২২। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়্যান, ওয়া রিয্বকান তাইয়্যিবান, ওয়া আমালান্ মুতাকাব্বালান - হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, ঐরূপ জ্ঞান যা উপকারী, উত্তম রিযিক এবং গ্রহনযোগ্য কর্ম।

*২৩। রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতা ওয়ক্বিনা আযা-বান না-র - হে আমাদের রব, আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যান দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২০১)

২৪। ক) রাব্বানা ওয়া ত্বকাব্বাল দুয়া- হে আল্লাহ, আমার দুয়া কবুল কর। (সুরা ইব্রাহিম, আয়াত ৪০);

খ) রাব্বানা ত্বকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আ'লিম - হে আল্লাহ, আমার দুয়া এবং কর্ম কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭);

গ) আল্লাহুম্ম ইন্নি আউযুবিকা মিন দোয়াই লা ইয়াসমাউ - হে আল্লাহ দোয়া কবুল না হওয়া থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

গ তে উল্লেখিত দুয়া কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা বা আশংকা থেকে হেফাজতের জন্যে দুয়া।

২৫। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা, ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

*২৬। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদ্বা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী - আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষনা করছি। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সন্তষ্ট হওয়া সমপরিমান, তাঁর আরশের ওজন সমপরিমান, এবং তাঁর বানী সমূহ বর্ণনা করার কালি সমপরিমান।

এই দোয়া পাঠ করলে পুরো বেলা জিকিরের সমান ছোয়াব পাওয়া যায়। (আল হাদিস)

*২৭। হাসবি আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযিম - আমার জন্যে আল্লাহ'ই যথেষ্ট, আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্য উপাস্য / রব / প্রতিপালক / পালনকর্তা / ইলাহ / বা মালিক নেই, আমি তাঁর উপরেই ভরসা করি, যিনি মহান আরশের অধিপতি। (সুরা তওবা, আয়াত ১২৯)

প্রত্যহ ফযর এবং আছর বা সকাল এবং বিকালে যে ৭ বার করে এই দুয়া পড়ে, তার দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল ভাবনার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান (আল হাদিস)।

২৮। সালামুন কাওলাম মির রাব্বির রাহিম-আল্লাহর পক্ষ থেকে 'শান্তি' (সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৫৮) ৪৯১

২৯। আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদ্বিনী, ওয়াআফিনি, ওয়ার জুকনি, ওয়াজ বুরনী, ওয়ার ফিনী - হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহমত করুন, আমাকে হেদায়েত করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন, আমাকে রিযিক দিন, আমার ক্ষতিপূরন করে দিন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

৩০। রাব্বানা ওয়া আতিনা-মা-ওয়া, আত্তানা-আলা-রুসুলিকা; ওয়ালা তুখযিনা- ইয়াওমাল ক্বিয়া-মতি; ইন্নাকা লা- তুখলিফুল মী'আ-দ - হে আমাদের রব, রাসুলগনের মাধ্যমে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদের দাও এবং পরকালে আমাদের হেয় করোনা; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করোনা। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৪)

৩১। রাব্বানা- জালাম্‌না-আন্‌ফুসানা-, ওয়া ইললাম তাগফির লানা- ওয়াতারহ্বাম্‌না- লানাকুনান্না মিনাল খা-সিরীন - হে আমাদের প্রভূ, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হব। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ২৩)

৩২। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কৃবর, ওয়ামিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ্‌ দাজ্জাল - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতার অনিষ্টতা থেকে। (সহীহ মুসলীম)
মহানবী মুহাম্মদ (স) ফরজ নামাজে এই দুয়াটি না করে ছালাম ফেরাতে নিষেধ করেছেন।

৩৩। রাব্বিগফিরলী ওয়া লিআখী ওয়া আদখিলনা-ফি রাহ্বমাতিকা ওয়া আন্তা আর্‌হামুর রা-হ্বিমীন - হে রব, আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর, এবং তোমার দয়ায় আশ্রয় দাও, আর দয়ালুদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫১)

৩৪। দুয়ার শেষে- দরুদ শরিফ এবং আল্লাহ এর প্রশংসা (ইসমে আযম, সূরা ইখলাস, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং সূরা ফাতিহা)

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর
(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর
এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়ুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান ন্বার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।
(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)।
জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬

আ'মানার রাসূলূ বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসূলিহী; লা-নুফাররিক্ব বাইনা আহ্বাদিম মির রূসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্‌রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের বর, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস'আহা; লাহা-মা কাসাবাত' ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা'না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছুরান কামা-হ্বামাল্তাহূ 'আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্মিল্না-মা-লা- 'ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্‌ফির্লানা-; ওয়ার্হ্বামনা-; আন্তা মাওলা-না- ফান্‌ছুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

এবং সব শেষে সূরা ইখলাস ও সূরা ফাতিহা। দোয়ার শেষে "আমিন" বলা মানে হলো দোয়াকে সিল করে দেয়া। (আল হাদিস)

* তারকা চিহ্নিত দুয়াগুলো আমল করার জন্যে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত।

মাগরিব

*১। খালেস অন্তরে আজান এর জবাব দেয়া।
- ইমাম যা বলে তাই বলা, শুধু 'হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা হালাল ফালাহ' (নামাজের জন্যে এস, কল্যানের জন্যে এস- এর উত্তরে বলতে হয় - লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ- (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি, অন্য কোন ক্ষমতা নেই)।
যে প্রত্যহ আদায় করবে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আল হাদিস)

....

*২। অযুর পর - কালেমা শাহাদাত
আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া দাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ'র রাসুল
প্রত্যহ যে পড়বে তার জন্যে জান্নাতের ৮ টা দরজাই খুলে যায়, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারে। (আল হাদিস)

....

*৩। নামাজের সালাম ফেরানোর পর- আল্লাহু আকবার (১ বার)- আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান, আস্তাগফিরুল্লাহ্ (৩ বার)- হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করো।

....

*৪। নামাজ এর পর - আয়াতুল কুরসি (সূরা আল-বাক্বারা আয়াত-২৫৫)
আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। লা তা’খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ’ ই’ন্দাহূ ইল্লা বিইজনিহি। ইয়া’লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইউহিতূনা বিশাইয়িম্ মিন ‘ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ’। ওয়াসিআ’ কুরসিইয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি। ওয়ালা ইয়াউ’দুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল ‘আলিইয়্যুল আ’জিম।
অর্থ- আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জিব, সর্বস্বত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন কি আছে তাদের (মানুষ) সামনে এবং কি আছে তাদের পেছনে। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারনা করতে পারেনা, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যাতীত। তাঁর মহাসিংহাসন (কুরসী) আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে ব্যপ্ত। এসবের সংরক্ষণে তাঁকে ক্লান্ত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।”
প্রত্যহ যে পড়বে, তার আর জান্নাতের মধ্যে মৃত্যু ব্যতিত আর কোন বাঁধা থাকেনা। (আল হাদিস)

....

*৫। প্রত্যহ নামাজের পর-

- **সুবহান আল্লাহ** (৩৩ বার) - অর্থ- আল্লাহ পুত ও পবিত্র;
- **আলহামদুলিল্লাহ** (৩৩ বার) - সকল প্রশংসা/ কৃতজ্ঞতা/ ধন্যবাদ শুধুই আল্লাহর জন্যে;
- **আল্লাহু আকবার** (৩৪ বার) - আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান।

প্রত্যহ নামাজের পর এই দুয়া পড়লে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়। (আল হাদিস)
“আলহামদুলিল্লাহ" সর্বোত্তম জিকির। (আল হাদিস)

....

৬। দুয়ার শুরুতে- আল্লাহ এর প্রশংসা (সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, ইসমে আযম এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) এবং দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান ন্বার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ' - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই।
জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬

আ'মানার রাসূলূ বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসূলিহী; লা-নুফাররিক্ব বাইনা আহ্বাদিম মির রূসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের বর, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস'আহা; লাহা-মা কাসাবাত' ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা'না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছুরান কামা-হ্বামাল্তাহূ 'আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্মিল্না-মা-লা- 'ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্ফির্লানা-; ওয়ার্হ্বামনা-; আন্তা মাওলা-না- ফান্ছুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর
(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর
এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

....

*৭। **আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাওয়া (সোইয়েদুল ইসতিগফার ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠতম দুয়া)**

(ক) আস্তাগফিরুল্লাহ - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর।

(খ) আস্তাগফিরুল্লাহ হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হা'ইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, ওয়াতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহহিল আলিয়্যিল আযিম- হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, তুমি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন; এবং আমি তোমার কাছে ফিরে আসলাম; তুমি ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই। (তিরমিজি, আবু দাউদ)।
(গ) আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আননি - হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাস। অতএব, আমাকে ক্ষমা করো। (তিরমিজি)
(ঘ) আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আ'তুবু ইলাইহি - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার দিকে ফিরে আসলাম।
মহানবী (স) প্রতিদিন ৭০-১০০ বার ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

(ঙ) সাইয়েদুল ইসতিগফার (আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠতম দুয়া)
আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ও'য়াদিকা মাসত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শার্ রি মা ছা'নাতু, আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবূউলাকা বিযামবী, ফাগ্ ফির্ লী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা। - হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া প্রকৃত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম, আর আমি আমার সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের (তাওহিদ) ও প্রতিশ্রুতির (জান্নাত) উপর অবিচল রয়েছি, আমার কৃত-কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমাকে যত নেয়ামত দিয়েছে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করছি, যত অপরাধ করেছি সুগুলোও স্বীকার করছি, অত:এব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই।
"যে কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এই দু'আটি (সাইয়েদুল ইসতিগফার) পাঠ করবে ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে এবং যে কেউ ইয়াকিনের সাথে রাত্রিতে পাঠ করবে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে।" (বুখারী)

....

*৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম - মহাপবিত্র আল্লাহ তাঁর জন্যে সকল প্রশংসা, মহাপবিত্র আল্লাহ তিনি মহামহিম/ সব থেকে মহান);
প্রত্যহ ১০০ বার যে এই দুয়া পড়বে তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা পরিমান হয় (আল হাদিস)
ছোট দু'টি দুয়া- উচ্চারণে সহজ- মিজানের পাল্লায় ভারি (আল হাদিস)

....

৯। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য / রব/ পালনকর্তা/ প্রতিপালক / মা'লিক বা ইলাহ নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল।

....

*১০। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, তিনি সব কিছুর মালিক বা রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।
এই দুয়ার - 'ওয়া লাহুল হামদ' এর পর 'ইয়্যুয়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া হায়্যুল লা ইয়া মিতু, বিয়া দিহিল খইর' (তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব ও তাঁর কোন মৃত্যু নেই, সকল কল্যাণ তাঁর থেকেই আসে) বাক্য তিনটি যোগ করলে- *বাজারে প্রবেশের মহা ফযিলতপুর্ন দুয়া হয়ে যায়- ১০ লক্ষ্য নেকি, ১০ লক্ষ্য গুনাহ মাফ এবং ১০ লক্ষ্য মর্যাদা বৃদ্বি। (আল হাদিস)*
এই দুয়া যিনি দৈনিক ১০০ বার পড়বে, ঐদিন ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি ইবাদতকারী আল্লাহ'র দরবারে আর কেউ থাকবে না। (আল হাদিস)
তাছাড়া এটা এমন এক দুয়া, যা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসুল করে গিয়েছেন।

....

*১১। আল্লাহুম্মা লা- মানিআ লিমা- আত্বাইতা, ওয়া লা মুত্বিয়া লিমা মানা 'তা, ওয়া লা ইয়াংফায়ু জাল ঝাদ্দি মিনকাল ঝাদ্দি। - হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদানের ইচ্ছা কর , তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও, তা কেউ প্রদান করতে পারে না এবং কোনো সম্পদশালীর সম্পদই তোমার নিকট তাকে রক্ষা করতে পারে না। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

....

১২। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই
এই দুয়াটা জান্নাতের গুপ্তধন। (আল হাদিস)

....

১৩। ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী - আল্লাহর নাম।
ইয়া আরহামার রাহিমিন - হে আল্লাহ, আর তুমি তো (দয়ালুদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
এই নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার কাছে কিছু চাইলে, আল্লাহ কবুল করেন'। (আল হাদিস)

....

১৪। লা ইলাহা ইল্লা, আনতা সুবহানাকা, ইন্নি কুনতু মিনাজ জলিমিন - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য/ রব/ প্রতিপালক / পালনকর্তা / ইলাহ বা মালিক নেই, আল্লাহ পুত ও পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জুলুমকারী বা পাপি প্রতিপন্ন হয়েছি
এটি কুরআনে উল্লেখিত দুয়া ইউনুস। এর পর দুয়া করে কিছু চাইলে দুয়া কবুল হয়, দুয়া ইউনুস পাঠ করলে বিপদাপদ কেটে যায়।

....

*১৫। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আ'লুকাল হুদা, ওয়াত্ত্ব তুকা, ওয়াল আ'ফাফা, ওয়াল গি'না - হে আল্লাহ, তুমি আমাকে হেদায়াত বা গাইডেন্স বা দিক নির্দেশনা দাও, তাকওয়া বা তোমার ভয় দাও, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দাও, এবং ধন-সম্পদ দাও/ আমি আল্লাহর কাছে হেয়ায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।

....

১৬। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা - হে আল্লাহ, আমার মা-বাবা যেভাবে আমাকে যত্ন করে শৈশবে লালন-পালন করেছেন, ঠিক সেভাবে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর, তাদের প্রতি শান্তি, রহমত, ও বরকত বর্ষণ কর (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৪)

....

১৭। রাব্বানাগ ফিরলি, ওয়ালি ওয়ালি দাইয়্যা, ওয়ালিল মুমিনিনা, ইয়াওমা ইয়া কুমুল হিসা'ব - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমার মা-বাবাকে ক্ষমা কর এবং সব মুমিনদের ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৪১)

....

১৮। নিজের ভাষায় নিজের জন্যে, নিজের মা-বাবার জন্যে, পরিবারের জন্যে, আত্মীয়-স্বজন বা বংশ পরম্পরা (আপনার পরের জেনারেশন থেকে শুরু করে, আপনার আগের জেনারেশন পর্যন্ত যাদের চিনেন বা চিনেন না, মায়ের দিকের বাবার দিকের, সব আত্মীয়রা এখানে আসবে), সব মুমিন-মুসলিমদের জন্যে, এবং সকল মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্যে দুয়া করবেন।
- সবার নেক-হায়াত চাইবেন, সুস্থতা-সবলতা-সুখ ও নিরাপত্তা চাইবেন (সুখ আর খুশি এক না)। হজ-ওমরা করার তৌফিক চাইবেন। সারাজীবনের গুনাহ মাফ এবং জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবেন (তোমরা আল্লাহ'র কাছে চাইলে জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে, কেননা সেটিই সব থেকে উত্তম জান্নাত। - আল হাদিস)। বার্ধক্যের চরম পর্যায়ের হেফাযত তথা বার্ধক্যে সুস্থতা-সবলতা-সুখ এবং শক্ত-সামর্থতা চাইবেন। জানা-অজানা সব নেক চাহিদা ও ইচ্ছা পুরন চাইবেন। আল্লাহর দয়া-রহমত, দিক নির্দেশনা ও হালাল রিযক চাইবেন। ক্ষতিপূরণ, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি চাইবেন। তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়, ও ধন সম্পদ চাইবেন। সর্বোপরি তাদের সকল অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর সার্বিক রহমতের চাঁদরে যেন ঢেকে রাখে, বিনয়ের সাথে সেই দোয়া করবেন।

....

১৯। ইয়াহ্‌দিকুল্ল-হু ওয়া ইউস্বলিহ: বা-লাকুম - হে আল্লাহ, অমুসলিমদের হেদায়াত দিও, এবং তোমার পথে পরিচালিত কোর। (তিরমিযী)

....

*২০। আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু, ওয়া মিনকাস সালামু, তাবরাকতা, ইয়া জ্বাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।'

....

*২১। বিস্‌মিল্লা হিল্লাজি লা ইয়াদুরুা মা'আসমিহী শাইয়্যুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ি, ওয়াহুস সামিউল আলীম -আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান ও জমিনের কোন কিছু কমতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

....

*২২। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা, ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

....

*২৩। আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি আ'লা যিক্‌রিকা, ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি ইবাদাতিক - হে আল্লাহ, আপনাকে স্মরণ রাখতে, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে, এবং সর্বোত্তমরূপে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সহায়তা করুন।

....

*২৪। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়্যান, ওয়া রিয্‌কান তাইয়্যিবান, ওয়া আমালান্‌ মুতাকাব্বালান - হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, ঐরূপ জ্ঞান যা উপকারী, উত্তম রিযিক এবং গ্রহনযোগ্য কর্ম।

....

*২৫। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদ্বা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী - আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষনা করছি। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সন্তষ্ট হওয়া সমপরিমান, তাঁর আরশের ওজন সমপরিমান, এবং তাঁর বানী সমূহ বর্ণনা করার কালি সমপরিমান।

এই দোয়া পাঠ করলে পুরো বেলা জিকিরের সমান ছোয়াব পাওয়া যায়। (আল হাদিস)

....

২৬। ক) রাব্বানা ওয়া ত্বকাব্বাল দুয়া- হে আল্লাহ, আমার দুয়া কবুল কর। (সুরা ইব্রাহিম, আয়াত ৪০);

খ) রাব্বানা ত্বকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আ'লিম - হে আল্লাহ, আমার দুয়া এবং কর্ম কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭);

গ) আল্লাহুম্ম ইন্নি আউযুবিকা মিন দোয়াই লা ইয়াসমাউ - হে আল্লাহ দোয়া কবুল না হওয়া থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

গ তে উল্লেখিত দুয়া কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা বা আশংকা থেকে হেফাজতের জন্যে দুয়া।

....

*২৭। রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌ দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতা ওয়ক্বিনা আযা-বান না-র - হে আমাদের রব, আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যান দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২০১)

....

*২৮। আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাদানি , আল্লাহুম্মা আফিনি ফি সাময়ি ; আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাসারি। লা ইলাহা ইল্লা আনতা , আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল ক্বাবারি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা -হে আল্লাহ, আমার দেহ সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ, আমাকে সুস্থ রাখুন আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে। হে আল্লাহ, আমাকে সুস্থ রাখুন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আমি কুফুরি, দারিদ্র্য ও কবরের আজাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। (আবু দাউদ, হাদিস: ৫০৯০)

....

*২৯। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতি ফি দিনি ওয়া দুনিয়াই ওয়া আহলি ওয়া মালি। আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতি ওয়া আমিন রাওআতি। আল্লাহুম্মাহ ফাজনি মিন বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খলফি ওয়া আন ইয়ামিনি ওয়া আন শিমালি ওয়া মিন ফাওকি। ওয়া আউজু বিআজামাতিকা মিন আন আগতালা মিন তাহতি-হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং আমার

দ্বীন, আমার দুনিয়া আমার পরিবার-পরিজন এবং আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমার সব গোপন দোষগুলোকে তুমি ঢেকে রাখ এবং আমার সব ভয়ের স্থানে তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সামনে-পেছনে, ডানে-বামে ও উপরে সর্বদিক দিয়ে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! তোমার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ওসিলায় আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমি যেন আমার নিচের দিক দিয়ে মাটিতে দেবে না যাই। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

....

*৩০। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস

....

৩১। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নি ওয়াহানাল্ আজমু মিন্নী ওয়াশ্‌তা'আলার রা'সু শাইবাওঁ ওয়ালাম আকুম্ বিদু'আ-ইকা রাব্বি শাক্বিয়্যা - সে (ইয়াহিয়া) বলেছিল, আমার অস্থিটি দূর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্র হয়েছে; হে আমার রব, তোমাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি। (সূরা মরিয়ম, আয়াত ৪)

....

৩২। রাব্বানা- হাবলানা- মিন আয্ওয়া-জ্বিনা- ওয়া যুররিইয়্যা-তিনা- কুররাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ্ব'আলনা- লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা-। - হে আমাদের রব, আল্লাহ! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদের সাবধানীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর। (সূরা ফোরক্বান, আয়াত ৭৪)

....

৩৩। রাব্বানা- জালাম্‌না-আন্‌ফুসানা-, ওয়া ইললাম তাগফির লানা- ওয়াতারহ্বাম্‌না- লানাকুনান্না মিনাল খা-সিরীন - হে আমাদের প্রভূ, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হব। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ২৩)

....

৩৪। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বর, ওয়ামিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ্ দাজ্জাল - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতার অনিষ্টতা থেকে। (সহীহ মুসলীম)
মহানবী মুহাম্মদ (স) ফরজ নামাজে এই দুয়াটি না করে ছালাম ফেরাতে নিষেধ করেছেন।

....

৩৫। দুয়ার শেষে- দরুদ শরিফ এবং আল্লাহ এর প্রশংসা (ইসমে আযম, সূরা ইখলাস, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং সূরা ফাতিহা)

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর
(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর
এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান ন্বার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)।
জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬
আ'মানার রাসূলূ বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসূলিহী; লা-নুফাররিক্বু বাইনা আহ্বাদিম মির রূসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্‌রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের রব, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।
লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস'আহা; লাহা-মা কাসাবাত' ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা'না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছুরান কামা-হ্বামাল্‌তাহূ 'আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্‌মিল্‌না-মা-লা- 'ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্‌ফির্‌লানা-; ওয়ার্‌হ্বামনা-; আন্‌তা মাওলা-না- ফান্‌ছুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।
এবং সব শেষে সূরা ইখলাস ও সূরা ফাতিহা। দোয়ার শেষে "আমিন" বলা মানে হলো দোয়াকে সিল করে দেয়া। (আল হাদিস)

* তারকা চিহ্নিত দুয়াগুলো আমল করার জন্যে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত।

এশা

*১। খালেস অন্তরে আজান এর জবাব দেয়া।
- ইমাম যা বলে তাই বলা, শুধু 'হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা হালাল ফালাহ' (নামাজের জন্যে এস, কল্যানের জন্যে এস- এর উত্তরে বলতে হয় - লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ- (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি, অন্য কোন ক্ষমতা নেই)।
যে প্রত্যহ আদায় করবে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আল হাদিস)

....

*২। অযুর পর - কালেমা শাহাদাত
আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া দাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ'র রাসুল
প্রত্যহ যে পড়বে তার জন্যে জান্নাতের ৮ টা দরজাই খুলে যায়, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারে। (আল হাদিস)

....

*৩। নামাজের সালাম ফেরানোর পর- আল্লাহু আকবার (১ বার)- আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান, আস্তাগফিরুল্লাহ্ (৩ বার)- হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করো।

....

*৪ । নামাজ এর পর - আয়াতুল কুরসি (সূরা আল-বাক্বারা আয়াত-২৫৫)
আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। লা তা’খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ’ ই’ন্দাহূ ইল্লা বিইজনিহি। ইয়া’লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইউহিতূনা বিশাইয়্যিম্ মিন ‘ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ’। ওয়াসিআ’ কুরসিইয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি। ওয়ালা ইয়াউ’দুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল ‘আলিইয়্যুল আ’জিম।
অর্থ- আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জিব, সর্বস্বত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন কি আছে তাদের (মানুষ) সামনে এবং কি আছে তাদের পেছনে। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারনা করতে পারেনা, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যাতীত। তাঁর মহাসিংহাসন (কুরসী) আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে ব্যপ্ত। এসবের সংরক্ষণে তাঁকে ক্লান্ত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।”
প্রত্যহ যে পড়বে, তার আর জান্নাতের মধ্যে মৃত্যু ব্যতিত আর কোন বাঁধা থাকেনা। (আল হাদিস)

....

*৫। প্রত্যহ নামাজের পর-

- **সুবহান আল্লাহ** (৩৩ বার) - অর্থ- আল্লাহ পুত ও পবিত্র;
- **আলহামদুলিল্লাহ** (৩৩ বার) - সকল প্রশংসা/ কৃতজ্ঞতা/ ধন্যবাদ শুধুই আল্লাহর জন্যে;
- **আল্লাহু আকবার** (৩৪ বার) - আল্লাহ সবচেয়ে বড়/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ / আল্লাহ সব কিছু থেকেই মহান।

প্রত্যহ নামাজের পর এই দুয়া পড়লে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়। (আল হাদিস)
“আলহামদুলিল্লাহ” সর্বোত্তম জিকির। (আল হাদিস)

....

৬। দুয়ার শুরুতে- আল্লাহ এর প্রশংসা (সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, ইসমে আযম এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) এবং দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান স্বার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ' - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬

আ'মানার রাসূলু বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসূলিহী; লা-নুফাররিক্ব বাইনা আহ্বাদিম মির রূসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছ্বীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের বর, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস'আহা; লাহা-মা কাসাবাত' ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা'না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছুরান কামা-হ্বামাল্তাহূ 'আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্মিল্না-মা-লা- 'ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্ফির্লানা-; ওয়ার্হ্বামনা-; আন্তা মাওলা-না- ফান্ছুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ্ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

....

*৭। **আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাওয়া (সাইয়েদুল ইসতিগফার ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠতম দুয়া)**

(ক) আস্তাগফিরুল্লাহ - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর।

(খ) আস্তাগফিরুল্লাহ হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হা'ইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, ওয়াতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহহিল আলিয়্যিল আযিম- হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, তুমি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন; এবং আমি তোমার কাছে ফিরে আসলাম; তুমি ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই। (তিরমিজি, আবু দাউদ)।

(গ) আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আননি - হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাস। অতএব, আমাকে ক্ষমা করো। (তিরমিজি)
(ঘ) আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আ'তুবু ইলাইহি - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার দিকে ফিরে আসলাম।
মহানবী (স) প্রতিদিন ৭০-১০০ বার ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

(ঙ) সাইয়েদুল ইসতিগফার (আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠতম দুয়া)
আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ও'য়াদিকা মাসতত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শার্ রি মা ছা'নাতু, আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবূউলাকা বিযামবী, ফাগ্ ফির্ লী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা। - হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া প্রকৃত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম, আর আমি আমার সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের (তাওহিদ) ও প্রতিশ্রতির (জান্নাত) উপর অবিচল রয়েছি, আমার কৃত-কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমাকে যত নেয়ামত দিয়েছে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করছি, যত অপরাধ করেছি সুগুলোও স্বীকার করছি, অত:এব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই।
"যে কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এই দু'আটি (সাইয়েদুল ইসতিগফার) পাঠ করবে ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে এবং যে কেউ ইয়াকিনের সাথে রাত্রিতে পাঠ করবে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে।" (বুখারী)

....

*৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম - মহাপবিত্র আল্লাহ তাঁর জন্যে সকল প্রশংসা, মহাপবিত্র আল্লাহ তিনি মহামহিম/ সব থেকে মহান);
প্রত্যহ ১০০ বার যে এই দুয়া পড়বে তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা পরিমান হয় (আল হাদিস)
ছোট দু'টি দুয়া- উচ্চারণে সহজ- মিজানের পাল্লায় ভারি (আল হাদিস)

....

৯। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য / রব/ পালনকর্তা/ প্রতিপালক / মা'লিক বা ইলাহ নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল।

....

*১০। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, তিনি সব কিছুর মালিক বা রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।
এই দুয়ার - 'ওয়া লাহুল হামদ' এর পর 'ইয়্যুয়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া হায়্যুল লা ইয়া মিতু, বিয়া দিহিল খইর' (তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব ও তাঁর কোন মৃত্যু নেই, সকল কল্যাণ তাঁর থেকেই আসে) বাক্য তিনটি যোগ করলে- *বাজারে প্রবেশের মহা ফযিলতপুর্ন দুয়া হয়ে যায়- ১০ লক্ষ্য নেকি, ১০ লক্ষ্য গুনাহ মাফ এবং ১০ লক্ষ্য মর্যাদা বৃদ্বি। (আল হাদিস)*
এই দুয়া যিনি দৈনিক ১০০ বার পড়বে, ঐদিন ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি ইবাদতকারী আল্লাহ'র দরবারে আর কেউ থাকবে না। (আল হাদিস)
তাছাড়া এটা এমন এক দুয়া, যা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসুল করে গিয়েছেন।

....

*১১। আল্লাহুম্মা লা- মানিআ লিমা- আত্বাইতা, ওয়া লা মুত্বিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা ইয়াংফায়ু জাল ঝাদ্দি মিনকাল ঝাদ্দি।- হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদানের ইচ্ছা কর, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও, তা কেউ প্রদান করতে পারে না এবং কোনো সম্পদশালীর সম্পদই তোমার নিকট তাকে রক্ষা করতে পারে না। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

....

১২। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি অন্য কোন ক্ষমতা নেই
এই দুয়াটা জান্নাতের গুপ্তধন। (আল হাদিস)

....

১৩। ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী - আল্লাহর নাম।
ইয়া আরহামার রাহিমিন - হে আল্লাহ, আর তুমি তো (দয়ালুদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
এই নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার কাছে কিছু চাইলে, আল্লাহ কবুল করেন'। (আল হাদিস)

১৪। লা ইলাহা ইল্লা, আনতা সুবহানাকা, ইন্নি কুনতু মিনাজ জলিমিন - আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য/ রব/ প্রতিপালক / পালনকর্তা / ইলাহ বা মালিক নেই, আল্লাহ পুত ও পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জুলুমকারী বা পাপি প্রতিপন্ন হয়েছি
এটি কুরআনে উল্লেখিত দুয়া ইউনুস। এর পর দুয়া করে কিছু চাইলে দুয়া কবুল হয়, দুয়া ইউনুস পাঠ করলে বিপদাপদ কেটে যায়।

*১৫। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আ'লুকাল হুদা, ওয়াত্ব তুকা, ওয়াল আ'ফাফা, ওয়াল গি'না - হে আল্লাহ, তুমি আমাকে হেদায়াত বা গাইডেন্স বা দিক নির্দেশনা দাও, তাকওয়া বা তোমার ভয় দাও, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দাও, এবং ধন-সম্পদ দাও/ আমি আল্লাহর কাছে হেয়ায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।

১৬। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা - হে আল্লাহ, আমার মা-বাবা যেভাবে আমাকে যত্ন করে শৈশবে লালন-পালন করেছেন, ঠিক সেভাবে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর, তাদের প্রতি শান্তি, রহমত, ও বরকত বর্ষণ কর (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৪)

১৭। রাব্বানাগ ফিরলি, ওয়ালি ওয়ালি দাইয়্যা, ওয়ালিল মুমিনিনা, ইয়াওমা ইয়া কুমুল হিসা'ব - হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, আমার মা-বাবাকে ক্ষমা কর এবং সব মুমিনদের ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৪১)

১৮। নিজের ভাষায় নিজের জন্যে, নিজের মা-বাবার জন্যে, পরিবারের জন্যে, আত্মীয়-স্বজন বা বংশ পরম্পরা (আপনার পরের জেনারেশন থেকে শুরু করে, আপনার আগের জেনারেশন পর্যন্ত যাদের চিনেন বা চিনেন না, মায়ের দিকের বাবার দিকের, সব আত্মীয়রা এখানে আসবে), সব মুমিন-মুসলিমদের জন্যে, এবং সকল মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্যে দুয়া করবেন। - সবার নেক-হায়াত চাইবেন, সুস্থতা-সবলতা-সুখ ও নিরাপত্তা চাইবেন (সুখ আর খুশি এক না)। হজ-ওমরা করার তৌফিক চাইবেন। সারাজীবনের গুনাহ মাফ এবং জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবেন (তোমরা আল্লাহ'র কাছে চাইলে জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে, কেননা সেটিই সব থেকে উত্তম জান্নাত। - আল হাদিস)। বার্ধক্যের চরম পর্যায়ের হেফাযত তথা বার্ধক্যে সুস্থতা-সবলতা-সুখ এবং শক্ত-সামর্থতা চাইবেন। জানা-অজানা সব নেক চাহিদা ও ইচ্ছা পুরন চাইবেন। আল্লাহর দয়া-রহমত, দিক নির্দেশনা ও হালাল রিযক চাইবেন। ক্ষতিপূরণ, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি চাইবেন। তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়, ও ধন সম্পদ চাইবেন। সর্বোপরি তাদের সকল অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর সার্বিক রহমতের চাঁদরে যেন ঢেকে রাখে, বিনয়ের সাথে সেই দোয়া করবেন।

১৯। ইয়াহ্দিকুল্ল-হু ওয়া ইউস্বলিহ: বা-লাকুম - হে আল্লাহ, অমুসলিমদের হেদায়াত দিও, এবং তোমার পথে পরিচালিত কোর। (তিরমিযী)

*২০। আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু, ওয়া মিনকাস সালামু, তাবরাকতা, ইয়া জ্বাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।'

*২১। রাদ্বিতু বিল্লাহি রাব্বা, অ'বিল ইসলামী দ্বীনা, ওয়ারি মোহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নাবিয়্যান ওয়া রাসুলা - আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও নবী মোহাম্মদ (সঃ) কে নবী ও রাসূলরূপে গ্রহন করে আমি সন্তুষ্ট।
যে ব্যাক্তি এই দুয়া পড়বে, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুসলিম, আবু দাউদ)

২২। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়্যান, ওয়া রিয্বকান তাইয়্যিবান, ওয়া আমালান্ মুতাকাব্বালান - হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, ঐরূপ জ্ঞান যা উপকারী, উত্তম রিযিক এবং গ্রহনযোগ্য কর্ম।

....

*২৩। ক) রাব্বানা ওয়া ত্বকাব্বাল দুয়া- হে আল্লাহ, আমার দুয়া কবুল কর। (সুরা ইব্রাহিম, আয়াত ৪০);

খ) রাব্বানা ত্বকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আ'লিম - হে আল্লাহ, আমার দুয়া এবং কর্ম কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭);

গ) আল্লাহুম্ম ইন্নি আউযুবিকা মিন দোয়াই লা ইয়াসমাউ - হে আল্লাহ দোয়া কবুল না হওয়া থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

গ তে উল্লেখিত দুয়া কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা বা আশংকা থেকে হেফাজতের জন্যে দুয়া।

....

*২৪। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

....

*২৫। আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি আ'লা যিক্‌রিকা, ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি ইবাদাতিক - হে আল্লাহ, আপনাকে স্মরণ রাখতে, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে, এবং সর্বোত্তমরূপে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সহায়তা করুন।

....

*২৬। রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতা ওয়ক্বিনা আযা-বান না-র - হে আমাদের রব, আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যান দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২০১)

....

*২৭। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদ্বা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী - আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষনা করছি। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া সমপরিমান, তাঁর আরশের ওজন সমপরিমান, এবং তাঁর বানী সমূহ বর্ণনা করার কালি সমপরিমান।

এই দোয়া পাঠ করলে পুরো বেলা জিকিরের সমান ছোয়াব পাওয়া যায়। (আল হাদিস)

....

২৮। রাব্বানা আফরিগ আলাইনা- ছ্বাবরাও ওয়াতাওয়াফানা- মুসলিমীনা - হে আমাদের রব, আল্লাহ! আমাদের ধৈর্য দাও ও মুসলিমরূপে মৃত্যু ঘটাও। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ১২৬)

....

২৯। আল্লাহুম্মা আনতা হাস্‌সানতা খালক্বি, ফা-আহসিন খুলুক্বি - হে আল্লাহ, তুমি আমার দৈহিক গঠন সুন্দর করেছ, আমার স্বভাব চরিত্র ও সুন্দর করে দাও। (আহমদ)

....

৩০। হাসবিআল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান-নাসির - আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই হলেন উত্তম কর্মবিধায়ক; আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী। (আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩)

....

৩১। রাব্বানা আ-তিনা- মিল্লাদুনকা রাহ্বমাতাওঁ ওয়া হায়্যি লানা- মিন আমরিনা- রাশাদা-। - হে আমাদের রব, তুমি নিজ হতে আমাদের অনুগ্রহ দান কর, এবং কর্মে আমাদের সঠিক ভাবে পরিচালনা কর। (সূরা ক্বাহফ, আয়াত ১০)

....

৩২। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লা-হুম্মা আজুরনি ফি মুসিবাতি ও আখলিফ-লি খাইরাম মিনহা - আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব, হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসিবতে সাওয়াব দান করো এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করো।

....

৩৩। (আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম) হুওয়াল্লা-হুল লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, আলিমুল গাইবি ওয়াশশাহা-দাতি, হুওয়ার রাহ্বমা-নুর রাহ্বীম। হুওয়াল্লা-হুল লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, আল মালিকুল কুদ্দুসুস সালা-মুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জ্বাব্বা-রুল মুতাকাব্বিরু; সুবহ্বা-নাল লা-হি 'আম্মা- ইউশরিকূন। হুওয়াল্লা-হুল খা-লিকুল বা-রিউল মুছাব্বিরু লাহুল আসমা-উল হুসনা-; ইউসাব্বিহু লাহু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল আযীযুল হ্বাকীম। - (বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিন অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময়, পরম দয়াল। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তিদাতা, নিরাপত্তা দাতা, রক্ষক, পরাক্রান্ত, প্রবল, মাহামান্বিত; ওরা যাকে অংশী করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর, আয়াত ২২-২৪)

....

৩৪। রাব্বানা- ফাগফিরলানা- যুনুবানা ওয়াকাফ্‌ফির 'আন্না- সাইয়্যিআ-তিনা ওয়াতাওয়াফফানা- মা'আল আবরা-র - হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ক্ষমা কর, মন্দ কার্যগুলো দূরীভূত করো, এবং সৎকর্মশীলদের মত মৃত্যু দাও। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৩)

....

৩৫। রাব্বানা জালাম্‌না-আন্‌ফুসানা- ওয়া ইলালাম তাগফিরলানা, ওয়াতারহ্বাম্‌ন লানাকুনান্না মিনাল খ-সিরীন - হে আমাদের প্রভূ, আমর নিজেদের প্রত অন্যায় করেছি, যদি তুমি ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হব। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ২৩)

....

৩৬। রাব্বানা- লা- তুযিগ কুলূবানা-বা'দা ইয হাদাইতানা– ওয়াহাব্‌লানা- মিল্লা দুনকা রাহ্বমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হা-ব।– হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বিকৃত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ৮)

....

৩৭। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বর, ওয়ামিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ্ দাজ্জাল - হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতার অনিষ্টতা থেকে। (সহীহ মুসলীম)
মহানবী মুহাম্মদ (স) ফরজ নামাজে এই দুয়াটি না করে ছালাম ফেরাতে নিষেধ করেছেন।

....

৩৮। রাব্বাহূ-আন্নি মাস্‌সানিয়াদ্ব দুর্‌রূ ওয়া আনতা আর হ্বামুর্‌ রা-হ্বিমীন্‌। - আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, আর তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৩)

....

৩৯। আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি, ওয়াল হাজানি, ওয়াল আযাজি, ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি, ওয়াল বুখলি, ওয়া দ্বালায়িদ্দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল - হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দু:খ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপনতা ও ভীরূতা থেকে, ঋণের ভর ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে। (সহীহ বুখারী)

....

৪০। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বারসি, ওয়াল জুনুনি, ওয়াল জুযামি, ওয়ামিন সাইয়্যিইল আসক্বাম - হে আল্লাহ, অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন রোধ-ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ)

....

৪১। রাব্বি লা'ও শি'তা আহ্‌লাক্‌তাহুম্‌ মিন্‌ ক্বাবলু ওয়া ইয়্যা-ইয়া; আতুহলিকুনা-বিমা ফা'আলাস্‌ সুফাহা-উ মিন্না, ইন হিয়া ইল্লা- ফিতনাতুকা; তুদ্বিল্লু বিহা- মান তাশা-উ ওয়া তাহ্‌দী মান তাশা-উ; আন্তা ওয়া লিইয়্যুনা- ফাগফিরলানা- ওয়ার্‌হাম্‌না- ওয়া আন্‌তা খাইরুল গা-ফিরীন। ওয়াকতুব লানা- ফী হা-যিহিদ দুনইয়া- হ্বাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি ইন্না- হুদ্‌না- আলাইকা; ক্বা-লা 'আযা-বী-উছীবু বিহী মান্‌ আশা-উ, ওয়া রাহ্বমাতী ওয়াসি'আত কুললা শাইয়িন্‌; ফাসাআকতুবুহা- লিল্লাযীনা ইয়াত্তাক্বুনা ওয়া ইয়ু'তূনায্‌ যাকা-তা ওয়াল লাযীনা হুম্‌ বিআ-য়া-তিনা ইউ'মিনূন। - হে আমাদের রব, আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই এদের এবং আমাদেরও মারতে পারতে। কিছু সংখ্যক নির্বোধ লোকের অপকর্মের জন্য তুমি কি আমাদের ধ্বংস করবে? এতো শুধু তোমার পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর; তুমিইতো আমাদের মালিক, আমাদেরকে ক্ষমা ও রহম কর। তুমিইতো শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। এবং আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারিত কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি; আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে থাকি আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে থাকে। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৫-১৫৬)

....

৪২। দুয়ার শেষে- দরুদ শরিফ এবং আল্লাহ এর প্রশংসা (ইসমে আযম, সূরা ইখলাস, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং সূরা ফাতিহা)

দরুদ শরিফ-

(ক) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ- হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

(খ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হে আল্লাহ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কর

এটি সবচেয়ে ছোট দরুদ, দরুদে ইব্রাহিম সব থেকে ভালো দরুদ। প্রত্যহ নামাজের পর দুয়ার (বা মুনাজাতের দুয়ার) আগে আল্লাহ এর প্রশংসা ও দরুদ শরিফ পড়ে নিতে হবে। দুয়ার আগে এবং পরে দরুদ শরিফ ব্যাতিত দুয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে- আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলার আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়না। আর মহানবীর জন্যে পঠিত দরুদ দুয়া আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন, তাই এর মাঝামাঝি সময়ে করা আমাদের জন্যে অন্য দুয়াও আল্লাহ কবুল করে নিবেন, ইনশা আল্লাহ।

ইসমে আযম-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি-আন্না লাকাল হা'মদু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহ'দাকা লা-শারীকা লাকাল মান্না-ন, ইয়া বাদীআ'স্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল-আরদ্বি, ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হা'ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা অনা আউযু বিকা মিনান স্বার। - হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি সীমাহীন অনুগ্রহকারী। হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(খ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ - হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)।

জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'। (আল হাদিস)

সূরা বাকারর শেষ দুই আয়াত, ২৮৫-২৮৬

আ'মানার রাসূলূ বিমা- উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা; কুললুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রূসুলিহী; লা-নুফাররিক্ব বাইনা আহ্বাদিম মির রূসুলিহী; ওয়া ক্বা-লু সামি'না- ওয়াআত্বা'না- গুফ্‌রা-নাকা- রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছীর। - রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাসীগণও আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, এবং তাঁর রাসুলগণকে বিশ্বাস করেছে, ও বলেছে আমরা তাঁর রাসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনেছি, হে আমাদের বর, আমরা ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট আমরা ফিরে যাব।

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা- উস’আহা; লাহা-মা কাসাবাত’ ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত; রাব্বানা- লা-তুআ-খিযনা-ইন নাসীনা- আও আখত্বা’না-, রাব্বানা- ওয়ালা-তাহ্বমিল আলাইনা-ইছুরান কামা-হ্বামাল্তাহূ ‘আলাল্লযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রাব্বানা; ওয়ালা-তুহ্বাম্মিল্না-মা-লা- ‘ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া’ফু ‘আন্না-; ওয়াগ্ফির্লানা-; ওয়ার্হ্বামনা-; আন্তা মাওলা-না- ফান্ছুরনা- আলাল ক্বাওমীল ক্বা-ফিরীন।- আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, ভাল বা মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তার প্রতিদান পাবে, হে আমাাদের রব, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করোনা, হে আমাদের রব পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা; হে আমাদের রব, এমন ভার আমাদের ওপর অপন করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; আমাদের ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত/দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

এবং সব শেষে সূরা ইখলাস ও সূরা ফাতিহা । দোয়ার শেষে “আমিন” বলা মানে হলো দোয়াকে সিল করে দেয়া। (আল হাদিস)

* তারকা চিহ্নিত দুয়াগুলো আমল করার জন্যে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত।